ফরজে আইন ইলম কোর্স

দারস নং - ২

মিফতাহুল উলূম
অনলাইন একাডেমি

এই সময়ে ইলমের গুরুত্ব এবং
আমাদের কার্যক্রম

বাহিস

ডাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মাসীহ উল্লাহ

এমবিবিএস (সিএমসি)
তাকমীলুল হাদীস, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী।
তাখাস্সুস ফিল ফিকহিল ইসলামী, আল-জামিয়াতুল আরবিয়া নাছেরুল ইসলাম নাজিরহাট।

(কেবল ছাত্রছাত্রীদের কৃত নোট, পড়াশুনার সুবিধার্থে দেয়া হয়েছে, বাইরে শেয়ার করার জন্য নয়, ফাইনালি সম্পাদনা বাকী আছে।)

ইলমের গুরুত্ব সবার জন্যই অনেক বেশি, কিন্তু বিশেষ করে আমরা যারা জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করেছি আমাদের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা আরো অনেক বেশি। কারণ আমাদের পড়াশোনার যে সিলেবাস তার জন্য অনেক সময়ই বাস্তবে আমাদের ইলম শেখাটা হয়ে উঠে না।

এই ইলমের অভাব অনেক সময় এমন হয় যে আমরা দ্বীনের পথে চলতে চাইলেও আমরা অনেক ধরনের জটিলতায় পরে যাই।

আর বর্তমানে দুনিয়া ফেতনায় ভরপুর। দ্বীনের উপর চলার পথটা তাই এত মসৃণ নয়, এত সহজ নয়।

তাই এজন্য এই অবস্থায় আমাদের জন্য ইলমের গুরুত্ব অনেক বেশি।

জামানা টাই হলো ইলমকে উঠিয়ে নেয়ার জামানা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা সময়ের দিকে ইশারা করে বলেছেন যে যখন ইলমকে উঠিয়ে নেয়া হবে।

ইলম কিভাবে উঠিয়ে নেয়া হবে এর উপরও আল্লাহ্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস আছে। বুখারী ও মুসলিম দুই জায়গায়ই হাদীস আছে

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদি. এই হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> একটা সময় এমন হবে যে আল্লাহ সুবহানু তায়ালা ইলমকে তুলে নেবেন, তবে আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা ইলমকে এভাবে তুলে নেবেন না যে একসাথেই সবার অন্তর থেকে ইলমকে তুলে নেবেন। বরং আল্লাহ তায়ালা ইলমকে তুলে নেবেন উলামাদের তুলে নেয়ার মাধ্যমে। অবশ্যই এমন হবে যে কোনো আলেম বাকি থাকবে না। যারা জাহেল বা অজ্ঞ তাদের মানুষ নেতা বানিয়ে নিবে, এদের অনুসরণীয় বানিয়ে নিবে। তাদের কেই জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা ইলম ছাড়াই মানুষদের নির্দেশনা দিবে; ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে অন্যদের ও গোমরাহ করবে।

সময়টা এখন কঠিন, তাই এই সময়েই ইলমের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

- প্রথমত, সময়টা ফিতনার। এই সময় ইলম ছাড়া মানুষ চলতেই পারবে না।

- দ্বিতীয়ত, অনেক বেশি মতভেদ আমাদের চারপাশে।
- তৃতীয়ত, উলামাগণ চলে যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে আমরা উলামাদের হারাচ্ছি

তো এখনই যদি আমরা ইলমকে শিখে না নেই উলামাদের কাছ থেকে তাহলে পরিস্থিতি হবে, আমরা ইলম থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো এবং দ্বীনের পথ চলা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে অথচ ইলম হলো মূল বিষয়। কারণ,

জ্ঞান, জ্ঞানের ভিত্তিতে বুঝ, বুঝের ভিত্তিতে আমল বা কাজ।

এই কাজের মূল্যায়ন করা হবে। আল্লাহ তায়ালা কাজের মূল্যায়ন করবেন। এই কাজ কে আরবীতে বলা হয় আমল।

আল্লাহ্ তায়ালা আমল দেখবেন। এই আমল(العمل) নির্ভর করে বুঝের উপর। একে বলা হয় الهداية

বুঝ এই الهداية এর উপর নির্ভরশীল।

আর الهداية - ইলমের(العلم) উপর নির্ভরশীল।

ইলম অনুসারে বুঝ, আর বুঝ অনুসারে আমল। এটাই সাধারণত মানুষের বৈশিষ্ট্য।

জ্ঞান→ বুঝ→ কাজ

العلم → الهداية → العمل

ইলম এবং আমল মিলিত হওয়াটাই হলো হিদায়াত। হিদায়াতের ভিত্তিই হলো ইলম। ইলম ছাড়া সে সঠিক রাস্তা পাবেই না, অসম্ভব।

এখন, একজনের যদি জ্ঞান সঠিক হয়, তাহলে তার বুঝ সঠিক হবে, বুঝ যদি সঠিক হয় তাহলে কাজ সঠিক হবে।

এই বিষয়গুলো একটির সাথে আরেকটি সম্পর্কিত।

জ্ঞান যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে তার বুঝ ত্রুটিপূর্ণ হবে,আর বুঝ যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে তার কাজ ও ত্রুটিপূর্ণ হবে। তাই এজন্য সর্বপ্রথম জরুরি হলো সঠিক জ্ঞান।

এটা সর্বক্ষেত্রে, আমাদের পার্থিব কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সঠিক জ্ঞান। সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সঠিক বুঝ সৃষ্টি হবে, সঠিক বুঝের উপরই মানুষ সঠিক কাজটা করতে পারবে।

দ্বীনের ক্ষেত্রেও একই বিষয়। সঠিক জ্ঞান কে বলা হয় ইলম। আর ইলমের ভিত্তিতে হিদায়াত মানুষ লাভ করবে। আর এই বুঝ বা হিদায়াতের ভিত্তিতেই তার আমল করার তৌফিক হবে, সে আমল করবে এবং তার আমল আল্লাহর কাছে প্রিয় হবে।

মূল ভিত্তিটাই হলো জ্ঞানের উপর। মানুষের কিছু মৌলিক ব্যাধি আছে। আদিম ব্যাধি, যা সৃষ্টির শুরু থেকেই আছে।

এই ব্যাধি দুই প্রকার:

১) অজ্ঞতার ব্যাধি

২) খাহেশাতের ব্যাধি (মনের দাসত্ব বোঝাতে)

এই দুই ব্যাধি মানুষের সাথে লেগে আছে।

একজন মানুষ যদি হেদায়াতের পথে চলতে চায়, হেদায়াতের উপর অটল থাকতে চায় তাহলে তাকে এই দুই ব্যাধি কাটিয়ে উঠতে হবে, এই দুই ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে হবে। এই দুই ব্যাধি থেকে মুক্তি নিশ্চিত হলে হেদায়াত নিশ্চিত হবে ।

সূরা ফাতিহা তে আল্লাহ তায়ালা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর কাছে হেদায়াতের জন্য আমরা যে দুয়া করব।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ

> *তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। আমীন!!*

সাথে আল্লাহ্ তায়ালা এই কথাটাও যুক্ত করে দিলেন

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ

যেন আমরা পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে এবং যাদের উপর আল্লাহ পাকের গজব নাজিল হয়েছে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

এখানে পথভ্রষ্টতার(الضَّآلِّيْنَ) মূলে হলো অজ্ঞতা; ইলমের অভাব।

আর(الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ) আল্লাহর গযবে পতিত হওয়ার মূল কারণ হলো খাহেশাত।

এই বিষয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসেও বলেছেন।

মুয়াজ ইবনে জানাল রাদি. রেওয়ায়েত করেছেন,

> তোমরা ততদিন পর্যন্ত বায়্যিনার উপর থাকবে, হকের উপর থাকবে, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে দুই নেশাগ্রস্তের প্রকার না ঘটবে।

এক হলো سكرة الجهل (অজ্ঞতার নেশা)

আরেক হলো سكرة حب العيش. (খাহেসাত এর নেশা)

سكرة মানে হলো নেশা

আল্লাহর রাসূল বলেছেন এই দুই নেশা যতদিন না তোমাদের মাঝে প্রবল না হবে ততদিন তোমরা হকের উপর থাকবে।

আমরা এখন এমন এক জামানায় আছি যেখানে মনের দাসত্ব আর অজ্ঞতা একেবারে সীমাহীন পর্যায়ে চলে গেছে। এই কারণে মানুষ হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এখন জ্ঞানের চর্চা অনেক হচ্ছে, পার্থিব জ্ঞানের চর্চা হচ্ছে। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, নানা গবেষণা, বিজ্ঞানের অগ্রগতি; কিন্তু প্রকৃত যেই জ্ঞান মানুষ কে প্রকৃত মানুষ বানাবে, মানুষকে মনুষ্যত্বের উপর রাখবে, সে জ্ঞানের চর্চা খুবই কম, সেই জ্ঞান আমাদের নেই।

আমরা এখন বলতে গেলে জ্ঞানের ওই শাখারই চর্চা করছি যা প্রকৃতপক্ষে খাহেশাত কে উত্তম ভাবে পূরণ করার প্রয়াস।

খাবারে মাঝে ভেজাল থাকার কারণে তা আমাদের স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর সেই দিকে আমাদের সচেতনতা আছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষার মাঝে যেই ভেজাল আছে,সেই দিকে আমাদের কোনো সতর্কদৃষ্টি নেই।

চারপাশে শিক্ষার অনেক উপকরণ ছড়িয়ে আছে, সহজলভ্য হয়ে গেছে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যম। মানুষ সেই সুযোগও হাতছাড়া করছে না। সব জায়গা থেকেই শিক্ষা অর্জনের চেষ্টায় রত সবাই কিন্তু সেই শিক্ষার মাঝে ভেজাল আছে কিনা সেটা কেউ পর্যবেক্ষণ করে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

এই ভেজালের ব্যাপারে সতর্ক না থাকায় এই বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই শিক্ষাব্যবস্থায় ভেজালের কারণে মানুষের চিন্তাভাবনা গুলো অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, বিকৃত হয়ে যাচ্ছে।

ফলশ্রুতিতে মানুষ হারাচ্ছে তার মনুষ্যত্ব!
মানুষ হয়ে যাচ্ছে তার খাহেসাতের পূজারী।
আর এভাবে নষ্ট হচ্ছে তার দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন।

এই অপ্রত্যাশিত অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি দূর করতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হলো দ্বীনি ইলম। আল্লাহ তায়ালা যেই ইলম আসমান থেকে পাঠিয়েছেন সেই ইলমকে আল্লাহ্ তায়ালা এক জায়গায় বলেছেন রূহ (প্রাণ) আরেক জায়গায় বলেছেন নুর(আলো)।

ইলম কে আল্লাহ প্রাণ এবং নুর এর সাথে কেন তুলনা করলেন?

কারণ সারা পৃথিবীতে আজ এই যে এত আয়োজন! এই সব কিছুর মূলেই আছে প্রাণ।প্রা ণ না থাকলে চারপাশে এত কোলাহল এত আয়োজন কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না পুরো পৃথিবী হয়ে যাবে নির্জীব, নিঃস্তব্ধ! আরেকটা হলো আলো। পৃথিবীর এত সৌন্দর্য.. এসব কিছু অর্থহীন হয়ে যেত আলো না থাকলে! নিকষ কালো অন্ধকারে ছেয়ে যেত!
আল্লাহ তায়ালা আসমানী ইলমকে রূহ আর নূর এর সাথে তুলনা করে আমাদের বোঝাতে চান;

ঐ আসমানী ইলম যদি আমরা না নেই,তাহলে আমাদের জীবন হয়ে যাবে প্রাণহীন, প্রকৃত জীবনের স্পন্দন থাকবে না সেই ইলমের অভাবে। সেই ইলমের অভাব এ আমাদের পুরো জীবন হয়ে যাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।

আমাদের জ্ঞান নিতে হবে উলামাদের কাছ থেকেই। আমাদের কাছে কিতাব আছে, কিন্তু সেই কিতাবের জন্যও আমরা উলামাদের মুখাপেক্ষী। আল্লামা শাতেবি রহ. এর এক কিতাবে একটা উক্তি এমন আছে,

> ইলম ছিলো উলামাদের বুকে,অতঃপর সেই জ্ঞান কিতাবে স্থানান্তরিত হয় গেছে। কিন্তু এই ইলমের চাবি উলামাদের কাছেই রয়ে গেছে।

আমাদের উলামা মুখী হতে হবে। প্রকৃত আলেম যারা তাদের কাছে গিয়ে আমাদের ইলম নিতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো তাদের কাছে গিয়ে ইলম শেখা।

আল্লাহ্ সূরা কাহফ এ একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন, মুসা আ. এর ইলমের জন্য যাত্রা।

মুসা আ. যাচ্ছেন খিজির আ. এর কাছে। উনার কাছে যাওয়ার পথে মুসা আ. কে তাঁর সঙ্গী সহ অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। অনেক লম্বা সফর ছিলো, অনেক দূর হেঁটে গিয়েছিলেন। এত লম্বা সফরে উনাদের এত কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে যে সেটা মুসা আ. এর মতো শক্তিশালী পয়গম্বর বলে ফেলেছেন যে,

لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا

নিশ্চই এই সফরে আমাদের অনেক কষ্ট হয়ে গেছে।

এই কষ্টটা ইলমের জন্য করেছেন, এবং একজন নবী এই কষ্ট করেছেন। সেই কথাটাই আল্লাহ তায়ালা এখানে এনে দিয়েছেন। তাহলে বোঝা গেলো ইলমের জন্য উলামাদের কাছে যাওয়া জরুরি।

মুসা আ. আল্লাহর পয়গম্বর, তারপর ও তিনি যাচ্ছেন ইলমের জন্য। এবং সেই ইলমের জন্য যেতে তিনি কষ্ট করছেন। উলামাদের কাছে গিয়ে ইলম অর্জন সবচেয়ে উত্তম।

এই জামানা মিডিয়ার জামানা, অনলাইনে আমরা অনকে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি। অনলাইন কখনোই উলামাদের সান্নিধ্যের বিকল্প হতে পারে না, কিন্তু এটাও কম নয়। এখানেও আমাদের নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকেই শিখতে হবে, যার কাছ থেকে আমরা ইলম নিব তার যোগ্যতা সম্পর্কে, সে সঠিকভাবে শিখেছে কিনা তা আমাদের যাচাই করে নিতে হবে, নিশ্চিত হতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

আমরা যারা জেনারেল লাইনে শিক্ষিত সেখানে

দ্বীনি শিক্ষা সেখানে নেই বললেই চলে
গুনাহের উপকরন আমাদের চারপাশে ছড়ানো
পেশাগত জীবনের একটা ব্যস্ততা আমাদের ঘিরে থাকে।

এসব কারণে শৈশবে যেই ইলম আমাদের শিক্ষার কথা ছিল টা আমরা শিখি নি। অথচ বাস্তবতা হলো আমাদের অজ্ঞতা অনেক বেশি! আমাদের শিখতেই হবে, তা ছাড়া কোনো উপায়ই নেই। উলামাদের কাছে গিয়ে আমাদের শেখা উচিত। কিন্তু সেরকম প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানও অপ্রতুল, যেখানে জেনারেল লাইনে শিক্ষিত মানুষ দ্বীনি ইলম শিক্ষা করতে পারবে।

এসকল কথা পর্যালোচনা করে আমরা কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলাম যেন যারা জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করছে তারা তাদের ব্যস্ততার মাঝে থেকেও দ্বীনি কিছু ইলম অর্জন করতে পারে।

❑ আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয় কিছু ইলম আছে যাকে বলে ফরযে আইন ইলম। এই ইলমের অন্তর্ভুক্ত হলো:

- ❖ আকাইদ
- ❖ আখলাকের ইলম
- ❖ মাসাইল এর ইলম
- ❖ কুরআন এর সাথে সম্পর্ক
- ❖ হাদীসের সাথে সম্পর্ক
- ❖ ফিকহের সাথে সম্পর্ক

এসব কিছু বিবেচনা করে আমরা ধীরে ধীরে মিফাতাহুল উলূম অনলাইন একাডেমী তে কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছি।

প্রথমত আমাদের ব্যাসিক আকাইদ শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

এইজন্য ফরযে আইন ইলম এর আকাইদ পর্ব এ প্রায় ৩৬ টি দারস আছে।

যা আকিদাতুল হাসান; হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ এর বিখ্যাত কিতাব কে সামনে রেখে আকাইদ এর জরুরি বিষয় আলোচনা করেছি।

এই দারস গুলো ওয়েবসাইটে দেয়া আছে।

এর সাথে আমরা চেষ্টা করি প্রতি সপ্তাহে একটা করে বিশেষ দারস নেয়ার চেষ্টা করি।

কোনো তালেবে ইলম চাইলে তিন থেকে চার মাসের মধ্যে এটা শেষ করতে পারে ।

ফরযে আইন ইলম কোর্সের অন্তর্ভুক্ত আরেকটা ছোট কোর্স হলো তাহারাত পর্ব, এর সাথে ইখলাস যুক্ত হয়েছে।

এই পর্বে খুবই সহজ একটা কিতাব (হানাফী মাযহাবের) আমরা নির্বাচন করেছি - আল ফিকহুল আকবার। এখানে ৪৪ টার মত দারস রয়েছে। এর সাথে সাপ্তাহিক বিশেষ দারস আমরা রাখি, মাঝে মাঝে কিছু পরীক্ষা নেই।

এটাও তিন থেকে চার মাসের মধ্যে কোনো তালেবে ইলম চাইলে শেষ করতে পারেন।

আমাদের গ্রুপে ওয়েবসাইটের লিংক দেয়া আছে।

কেউ চাইলে সেখানে ঢুকে কোর্সগুলো এনরোল করতে পারে। যখনই সে কোর্স গুলোতে এনরোল করবে তখন আমাদের মিফতাহুল অনলাইন একাডেমির যে গ্রুপ আছে সেটা ছাড়া ফরযে আইন ইলম কোর্সের একটা গ্রুপ আছে তার লিংক পাবে, সেখানে সে এড হবে।

সেখানেই নিয়মিত, বিশেষ দারস কখন, কবে হয় সেটা সে দেখতে পারবে এবং এভাবে এই কোর্স গুলো সে সহজে কন্টিনিউ করতে পারবে ।

- এসব ছাড়াও আমরা চাচ্ছি আকাইদ এর বিষয় টা আরো সহজ করে দেয়ার জন্য। তাই আমাদের ঈমান আমাদের বিশ্বাস শিরোনামে কিছু দারস হবে কম সময়ের। দশ থেকে পনের মিনিটের মত ছোট ছোট দারস।

সোম আর শুক্রবার বার, এটা আমরা এখনো শুরু করি নি।

- বর্তমানে নাস্তিকতা, পশ্চিমা দর্শনের কারণে অনেক রকম সংশয় আমাদের দ্বীনের জন্য হুমকি স্বরূপ। এই সংশয় নিরসন, সংশয় থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কিত, এবং এই সংশয়ে যেন আমরা না পড়ি সেজন্য একটা কোর্সের প্ল্যান আছে আমাদের। ইনশা আল্লাহ।

- এভাবে ধীরে ধীরে আখলাকের উপরও দারস দেয়ার প্ল্যান আছে কোনো বিশেষ কিতাব থেকে।

- আরেকটা বিষয় হলো, মুসলমান মাত্রই সে দাঈ; যেহেতু সে দাঈ সেহেতু তার জন্য দাওয়াত অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সর্বাবস্থায় একজন মুসলমান দাওয়াতের ফিকিরে থাকবে।

আমরা অনেকেই অনলাইন বা অফলাইনে দাওয়াতী কার্যক্রমের সাথে জড়িত আছি।

- ✓ এই হিসেবে ফিকহুত দাওয়াহ নিয়ে আমরা দারস নিতে চাই।
- ✓ দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো জরুরি, দাওয়াতের ফিকহ।
- ✓ একজন মুসলমান কিভাবে দাওয়াত দিবে।
- ✓ দাওয়াতের হিকমা, প্রজ্ঞা,কৌশল।
- ✓ কিভাবে আগাবে, কখন, কোন বিষয়ের উপর দাওয়াত দিবে।
- ✓ তাই এই বিষয়েও আমাদের কিছু প্ল্যান আছে, যেন দাওয়াতের ফিকহ আমাদের শেখা হয়ে যায়।

- ❖ আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এ যখন আমরা পড়তে যাই, স্কুল কলেজ কিংবা ইউনিভর্সিটিগুলোতে; সেখানে দ্বীনের পরিবেশ থাকে না। যার কারণে আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যা আমাদের দ্বীনদারিতাকে ব্যহত করে। এজন্য আমরা কিছু বিশেষ দারস নিতে চাই যেখানে আমরা আলোচনা করব এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কি।

আকাইদ, আখলাক বা সঠিক মেজাজ তৈরির জন্য কিতাব নির্বাচন করা খুবই জরুরি। আমরা কাদের লিখা পড়ব?

আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ অনেক বড় আলেম ছিলেন, উনাকে বলা হয় হাকীমুল উম্মাহ্। আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি অনেক বিষয়ে কলম ধরেছেন। আমরা প্রথম প্রথম যারা দ্বীনী পড়াশোনা শুরু করেছি তাদের উচিত প্রথমেই এমন কিতাব পড়া যা দ্বীনের সঠিক মেজাজ তৈরি করে।

আশরাফ আলী থানভী রহ এর একটি কিতাব আছে

ইসলাহী নিসাব

এই ইসলাহী নিসাবের মধ্যে বারোটি কিতাব আছে।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের। এই কিতাব তো আমাদের পড়ে নেয়া উচিত।

আকিদা বিষয়ক কিছু কিতাব আমাদের পড়া উচিত। তার মধ্যে একটি হলো মাওলানা আব্দুল মালেক রহ এর একটি কিতাব

ঈমান সবার আগে

ছোট একটা কিতাব, কিন্তু আমাদের সবার জন্য এটি খুবই গুরত্বপূর্ণ।

এইযে এত মতভেদ এইজন্য উনার একটা কিতাব আছে

উম্মতের ঐক্য পথ ও পন্থা

এই কিতাবও আমরা পড়তে পারি।

মুফতী তাকি উসমানী দা.বা.

উনার অনেক কিতাবাদি আছে। আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।একটা হলো

ইসলাহী খুতুবাত

জুমার বয়ান থেকে নেয়া, বাইশ কি তেইশ খন্ড হবে। এখানে আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ এমন কোনো বিষয় নয় যে আসে নাই।

ইসলাম ও আমাদের জীবন

নামে পনেরো খন্ডের কিতাব আছে উনার। বাংলায় অনুবাদ করা উনার বয়ান থেকে।

এই বইগুলো আমরা ধীরে ধীরে পড়ে ফেলতে পারি।

ইসলাহী মাজালিস

আরেকটি বই আছে আখলাক তৈরি করার জন্য। এই কিতাব টাও আমরা রাখতে পারি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।

এরপর আমাদের মেজাজ ও ফিকির যেন সহীহ হয় সেজন্য আমাদের উচিত সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ এর কিতাব পড়া। উনার কিতাবাদি পড়ার মাধ্যমে আমাদের সঠিক মেজাজ তৈরি হবে, আমাদের চেতনা সুসংগঠিত হবে। উনার একটা কিতাব

মুসলিমদের পতনে বিশ্ব কি হারালো

এই কিতাব টা আমাদের সবার পড়া উচিত।

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস

নামে উনার আরেকটি কিতাব পাওয়া যায় যেটি সাত খন্ডের। তারিখে দাওয়াত ও নসীহত এর কিতাব।

এরপর আমাদের সীরাতের উপর কিছু কিতাব পড়া উচিত। উনার লিখা আছে

নবীয়ে রহমত

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী রহ এর লিখা একটা সীরাত আছে অনেক বিস্তারিত।

সীরাতে মোস্তফা সা.

মানুষের যেসকল বিষয়ে কনফিউসন তৈরি হয় সে বিষয়গুলো অনেক সুন্দর করে এখানে আলোচনা করা আছে।

যারা দাওয়াতী কাজের সাথে জড়িত তারা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ এর এই কিতাব টি অবশ্যই পড়তে পারি।

হযরতজি ইলিয়াস রহ এবং তার দ্বীনি দাওয়াত

দাওয়াতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উসুল, আদব, হিকমা এখানে এসেছে।

এছাড়া কিতাবের তো শেষই নেই।

হাদীসের জন্য

মা'আরিফুল হাদীস

রিয়াদুস সালেহীন

আর সংক্ষিপ্ত তাফসীর এর জন্য

তাওজিহুল কুরআন

এভাবে ধীরে ধীরে শুরু করতে পারি।

আর আমরা যারা ইলমের পথে আছি আমাদের প্রত্যেকের কাছে এই কিতাব টা আবশ্যকীয়, অবশ্যই থাকতে হবে

তালেবানে ইলম পথ ও পাথেয়

মাওলানা আব্দুল মালেক রহ এর এই কিতাব টা আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত জরুরি। অনেক বেশি প্রেরণা দায়ক।

ইলমের পথে চলতে গেলে অনেক সময়ই আমাদের হতাশা আসে, আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, ইলমের পথে টিকে থাকা কষ্ট হয়।

এই কিতাব টি আমাদের ইলমের জন্য আগ্রহ তৈরি করবে।

মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ সাহেব হুজুরের একটা কিতাব আছে

দরদী মালীর কথা শোনো

খুবই সুন্দর কিতাব। ইলমের পথে আগ্রহ ধরে রাখার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।

রাহে মনজিল

এটা আসলে মাওলানা মনজুর নোমানী রহ এর একটা সফরে বয়ান মাদ্রাসার তালেবে ইলমদের জন্য কিছু বিষয় আলোচনা করেছেন। তালেবে ইলম,সে কে, কি তার লক্ষ্য

তাই একজন তালেবে ইলম এ জন্য এই কিতাব টি খুব উপকারী একটা কিতাব। এটা আমাদের সাথে রাখা উচিত। যখনই হতাশা চলে আসে তখন এই কিতাব টি আমরা পড়তে পারি যেন আমরা দিশেহারা না হয়ে যাই। আমাদের নিয়ত কি হওয়া উচিত, আমার মেহনত কেমন হওয়া উচিত তা আমরা বুঝতে পারি।

আরেকটা আছে সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ এর

জীবন পথের পাথেয়
এর তর্জমা দুই নামে পাওয়া যায়,
আরেকটা হলো আলোকিত জীবনের পথ ।

ইলমের জন্য আমাদের

- তলব করতে হবে
- মুজাহাদা করতে হবে
- উস্তাদের প্রতি আদাব রক্ষা করতে হবে
- ইখলাস থাকতে হবে, আল্লাহ্ র জন্য কত
- নিয়মানুবর্তিতা থাকতে হবে
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে, আজকে পড়ে কালকে ছেড়ে দিলাম এমন যেন না হয়
- দোয়া করতে হবে, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে বেশি বেশি দোয়া করতে হবে।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এর উপর আমল করার তৌফিক দিন,আমিন।